যুগান্তর

চিঠিপত্র

তৃতীয় বিভাগের শর্ত শিথিল করুন

গত ২৭/ ফেব্রুয়ারি বিএড কোর্সে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে অ-শিক্ষকদের ক্ষেত্রে অর্থাৎ সদ্য পাস করা ছাত্রদের ক্ষেত্রে যোগ্যতা চাওয়া হয়েছে এসএসসি থেকে স্নাতক পর্যন্ত সর্ব ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিভাগ। এছাড়া অন্যান্য স্কুলের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে এমপিওভুক্তির জন্য সরকারি বিধি মোতাবেক যোগ্যতা চাওয়া হয়। অর্থাৎ স্নাতক পর্যন্ত কোন পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণী গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি স্নাতকে তৃতীয় শ্রেণী পাওয়ার পর কেউ যদি স্নাতকোত্তরে দ্বিতীয় শ্রেণীও পায় তবুও সে আবেদন করা থেকে বঞ্চিত হবে। কিন্তু কেবল স্কুলে শিক্ষকতার ক্ষেত্রে এতটা কঠোর শর্ত আরোপ কতটা যুক্তিসংগত তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। একজন ছাত্রের সুদীর্ঘ শিক্ষা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একই ধারার ফলাফল অর্জন সম্ভব নাও হতে পারে। অর্থাৎ যে কোন ছাত্রেরই শিক্ষা জীবনের একটি তৃতীয় শ্রেণী আসতে পারে। সে ক্ষেত্রে এই একটি ৩য় শ্রেণীর জন্য তার শিক্ষাজীবনের অন্য ভাল ফলাফল অবজ্ঞা বা অমর্যাদা করা কি সমীচীন হবে? যেমন- আমার নিজের কথাই বলি, এসএসসিতে প্রথম বিভাগ, এইচএসসিতে প্রথম বিভাগ, স্নাতকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে তৃতীয় বিভাগ এবং মাস্টার্সে দ্বিতীয় বিভাগ পেয়েও আজ আমি প্রতিনিয়ত এক অমানবিকতার যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছি। কেননা ওই একটি তৃতীয় বিভাগই আজ আমার জীবনে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এখন তো সব স্কুলেই সরকারি বিধি মোতাবেক যোগ্যতা চাওয়া হয়, কিন্তু আমার পুরো ফলাফল কি এতটাই খারাপ যে, একটা স্কুলে শিক্ষকতার যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলেছি? এসএসসি থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত আমার মোট (৩+৩+১+২)=৯ পয়েন্ট। আবার যে ছাত্র স্নাতক পর্যন্ত সব ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিভাগ পেয়েছে, অর্থাৎ মোট (২+২+২)=৬ পয়েন্ট নিয়েও সে আবেদন করতে পারছে। অথচ আমার পয়েন্ট তার চেয়ে অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও আমি আবেদন করা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। আমার তো মনে হয় এটি একটি অমানবিক ও অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত যা আমার মতো হাজারো তরুণের জীবনকে হতাশার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আজ এই একটি তৃতীয় বিভাগের জন্যই আমার সব শিক্ষাজীবনের ক্যারিয়ার নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। বিগত সরকার অনেকটা হঠকারীভাবেই এই অমানবিক ও অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত কার্যকর করে যা আমার মতো হাজারো তরুণের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়েছে। তাই বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ, স্কুল শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমানে কার্যকর বিধিটি কিছুটা শিথিল করে শিক্ষাজীবনের যে কোন একটি তৃতীয় শ্রেণী গ্রহণযোগ্য করা হোক।

কামাল আহমেদ
ফার্মগেট, ঢাকা